আজকের কাগজ

তারিখ 24 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে হত ১ঃ বুলেটবিদ্ধ ১৫

ময়মনসিংহ থেকে শরীফুজ্জামান টিটু ঃ গতকাল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের বিবদমান দুই গ্রুপের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে ১ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়েছে। জানা যায়, ছাত্রদলের নেতা বাকসু-জিএস চঞ্চল গ্রুপ সকাল ১০টার একটি মিছিল নিয়ে মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের সামনে আসলে বাকসু ভিপি কামাল গ্রুপের জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে একটি দল অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মিছিলটির ওপর অতর্কিতে হামলা করে। এ সময় চঞ্চল গ্রুপ মিছিল থেকে পাল্টা গুলি ছুঁড়লে কামাল গ্রুপের রেজাউর রহমান সবুজ কাটা রাইফেলের গুলীতে ঘটনাস্থলে নিহত হয়। সবুজ পশু পালন অনুষদের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলো। এ সংঘর্ষে দু'গ্রুপের প্রায় ১৫ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে তাপস, শহীদ ও শামীমকে গুরুতর আহত অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে শরীফের অবস্থা আশংকাজনক। তার পেটে গুলি লেগেছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার সময় মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের করিডোরে যখন গুলি বিনিময় হচ্ছিলো তখন চঞ্চল গ্রুপ মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের ভিতরে আশ্রয় নিলে কামাল গ্রুপ এ ভবন ঘেরাও করে রাখে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারি সমিতির নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লাঠিসোটা নিয়ে উভয় গ্রুপেই একে অপরকে ধাওয়া করলে তারা হলে অবস্থান নেয়। পরে কর্মচারিরা উপচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের এবং বহিষ্কারের দাবি জানান। বর্তমানে চঞ্চল গ্রুপ শামসুল হক হলে ও কামাল গ্রুপ সোহরাওয়ার্দী হলে অবস্থান করছে।

জানা গেছে, পুলিশ ঘটনার অনেক পরে ক্যাম্পাসে পৌঁছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, প্রায় দুই ঘন্টাব্যাপী এই বন্দুক যুদ্ধের সময় উভয়পক্ষ এলএমজি, স্টেনগান, কাটারাইফেল, দেশী বন্দুক, ককটেল ও হাতবোমা ব্যবহার করে। এবং তাদেরকে ওয়াকিটকিও ব্যবহার করতে দেখা গেছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি এখনও থমথমে। যে কোনো মুহূর্তে বড় ধরনের সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে। তবে ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সিন্ডিকেটের মিটিং চলছে।